দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 14 SEP [illegible]
পৃষ্ঠা ২ কলাম 7

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের আবেদন

গত ৩০শে আগষ্ট তারিখের "দৈনিক ইত্তেফাকে" "বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের আবেদন" শিরোনামে প্রকাশিত চিঠির বক্তব্যের সহিত আমরা একমত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পূর্বে অস্ত্রধারীদের বহিষ্কার করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণের জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরে মিছিল বন্ধ করিতে হইবে। রাস্তায় মিছিল না করিয়া করিডোরে মিছিল করিলে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনায় প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। করিডোরে মিছিল করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরসমূহে এবং ক্লাস রুমেও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া এবং বোমাবাজি চলিতে থাকে। তাই সকল রাজনৈতিক দলের নেতা এবং কর্মী ভাইদের প্রতি আপনাদের অসহায় বোনদের সবিনয় নিবেদন, আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরে মিছিল করাটা বন্ধ করুন, রাস্তায় যাইয়া মিছিল করুন। আমরা যাহারা রাজনীতি করিতে ইচ্ছুক তাহারা আপনাদের সহিত রাস্তায় যাইয়া যোগ দিব। আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগিতেছি, আমাদের রক্ষা করুন।

—শিউলী, সোমা, সাবিহা ও লিসা, ইংরাজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ডিগ্রী পরীক্ষার হালচাল

ডিগ্রী পরীক্ষা আসন্ন। কিন্তু অত্যন্ত নাজুক পরিবেশে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। পরীক্ষার ৩/৪ মাস পূর্বে কলেজ পরিবর্তন একটা রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দিনে দিনে এই অবস্থার প্রসার ঘটিতেছে। আজ "শিক্ষা" যেন একটা ব্যবসায়। ছাত্র, শিক্ষক, এমনকি শিক্ষা ক্ষেত্রে জড়িত কর্মকর্তারা এ ব্যবসায়ে লিপ্ত। দুই হাজার টাকা হইতে পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে এক একজন ছাত্র তার পুরাতন কলেজ ছাড়িয়া নতুন কলেজের ছাত্রে পরিণত হইতেছে। অনেক ক্ষেত্রে তাহাদেরবে কলেজ পরিবর্তনের জন্যে কোন ছাড়পত্র (N. O. C) নতুন কলেজকে প্রদান করিতে হয় না। পরীক্ষার পূর্বে কেন্দ্র পরিবর্তনের ফলে দেখা যাইতেছে যে, পূর্বে যে সকল কলেজের ভাল কলেজ নামে সুনাম ছিল, আজ সেই নাম তাহারা খোয়াইতে বসিয়াছে। কেননা, তাহাদের পাসের হার পূর্বের মতই রহিয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে আজ যে সকল কলেজ শিক্ষার নামে ব্যবসায় শুরু করিয়াছে তাহাদের পাসের হার শতকরা ৮০ ভাগের উপরে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে আজ যে দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে তাহাতে এদেশ খুব অল্প সময়ে মেরুদণ্ডহীন একটি দেশে পরিণত হইবে। তাই আমাদের আবেদন, কর্তৃপক্ষ যেন বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করিয়া দেখেন এবং কোনরকম তোষামুদকে প্রশ্রয় না দিয়া কঠোরভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

—সাইফুল খালেদ মাহবুব ও জাকির, ডিগ্রী পরীক্ষার্থী।